সংবাদ

তারিখ 23 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

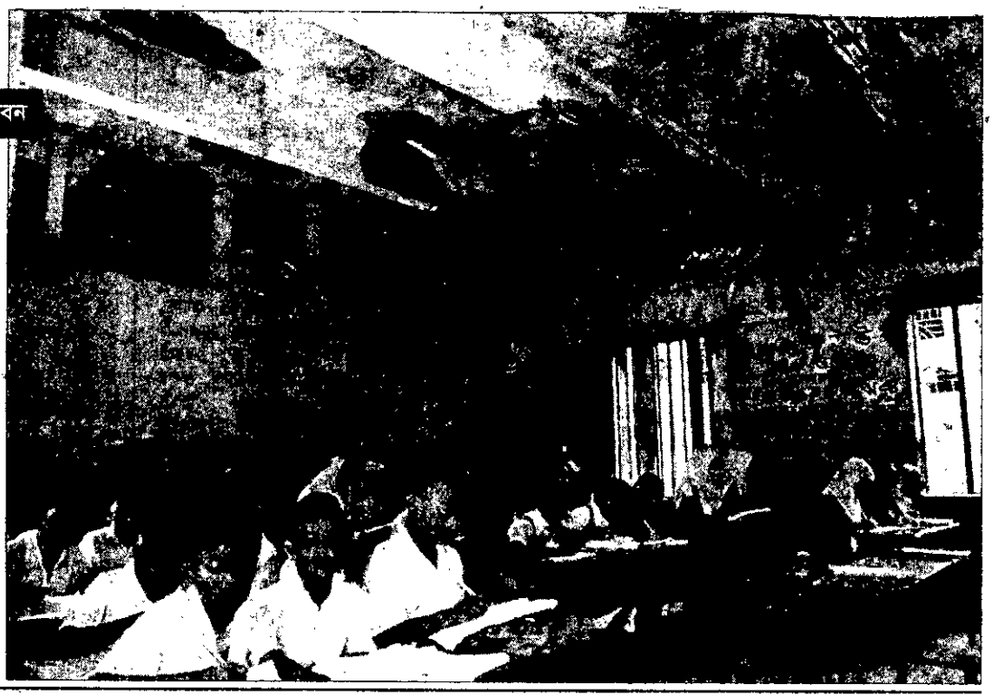

ঝুঁকিপূর্ণ ভবন

সোনারগাঁও দামোদরদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পলেস্তরা খসে পড়া ছাদের নিচে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা –সংবাদ

সোনারগাঁও দামোদরদী সর. প্রা. স্কুল

ঝুঁকিপূর্ণ ভবন শিক্ষকসহ নানা সংকট : লেখাপড়া ব্যাহত

মাহবুবুল ইসলাম সুমন, সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ)

বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে চলছে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৫ বছর যাবত সেই বিদ্যালয়ে ৫ জন শিক্ষকের স্থলে ৩ জন শিক্ষক দিয়ে চলছে পাঠদান। শুধু তাই নয়, স্কুলটিতে নেই একজন দপ্তরিও। যার ফলে স্কুল খোলা, বন্ধ করা ও ঘণ্টাও দিতে হয় শিক্ষকদেরই। তাছাড়া স্কুলটির ছাদ খসে পড়ছে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর। জরাজীর্ণ ভবনে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা। বিদ্যালয়ে নেই টয়লেট ও সীমানা প্রাচীর। তবে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার অজুহাত দেখিয়ে বক্তব্য দেননি শিক্ষা অফিসার।

জানা গেছে, ১৯৯৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের বাস্তবায়নে উপজেলার বৈদ্যেরবাজার ইউনিয়নের আনন্দবাজার এলাকায় স্থাপিত হয় ১১২নং দামোদরদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিদ্যালয়টিতে ৫ জন শিক্ষক থাকলেও জাতীয়করণ না হওয়ায় ২০১১ সালের মধ্যে চাকরি ছেড়ে চলে যান প্রধান শিক্ষকসহ দুইজন শিক্ষক। সেই থেকে অদ্য পর্যন্ত বিদ্যালয়টিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে মেরিনা সুলতানাসহ রেখা রানী সূত্রধর ও রওশন আরা জাহান নামে তিনজন শিক্ষিকাই ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পাঠদান করে যাচ্ছেন। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মেরিনা সুলতানা জানান, ২০১৩ সালে বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ করা হয়। বিদ্যালয়ে ৫ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও ২০১১ সাল থেকে ৩ জন শিক্ষক মিলেই কষ্ট করে নিয়মিত ক্লাস নিতে হচ্ছে। বর্তমানে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে ২৫৪ জন। বিদ্যালয়ে একজন দপ্তরিও নেই। যার ফলে স্কুলের দরজা-জানালা খোলা, লাগানোসহ ক্লাস শুরু, প্রতি ক্লাসের পর, মধ্যাহ্ন বিরতি ও ছুটির ঘণ্টাও দিতে হয় শিক্ষকদেরকেই। এছাড়াও বর্তমানে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে বিদ্যালয়ের ভবনে। ক্লাস নেয়ার সময় ছাদের নিচের অংশ খসে খসে পড়ছে শিক্ষার্থীদের উপর। ছাদের নিচের অংশ ভেঙে রড বের হয়ে আসছে। এমন একটি ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই কয়েক বছর যাবত চালাতে হচ্ছে পাঠদান কার্যক্রম। এছাড়াও বিদ্যালয়ের একমাত্র টয়লেটটি কয়েক বছর যাবত ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়ায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যেতে হয় পাশের কোনো বাড়িতে। এছাড়াও স্কুলটির নেই সীমানা প্রাচীর। যার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা যখন তখন বাইরে চলে যায়। নানাবিধ সমস্যার বিষয়ে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোমেন খন্দকার জানান, অনেক চেষ্টার পর ২০১৬ সালে সরকারিভাবে বিকল্প শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ পেয়ে স্কুলের মাঠে একটি টিনের ঘর তৈরি করা হয়েছে। ঘরের কিছু কাজ এখনো বাকি আছে বিধায় ক্লাস করা যাচ্ছে না। তবে স্থানীয় চেয়ারম্যান এটি মেরামত করে ক্লাস চালানোর উপযুক্ত করে দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন। এছাড়া স্থানীয় এমপি, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা একটি নতুন ভবনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আ.ফ.ম জাহিদ ইকবালকে সোমবার দুপুর পর্যন্ত কার্যালয়ে না পেয়ে বিকেলে তার মুঠো ফোন ০১৫৫২৪৩৯১২৮'এ জানতে চাইলে এ স্কুলের বিষয়ে কোন বক্তব্য দিতে রাজি হননি। এ সময় তার কোন বক্তব্যই নেই? বলে আবারো জানতে চাইলে জানান, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ততার কারণে বক্তব্য দিতে পারছি না বলে লিখে দিন।